আউশ আবাদ ২০১৯

জাত

- বোনা আউশ : বিনাধান-১৯
- রোপা আউশ : বিনাধান-১৯, বিনাধান-২১, বিনাধান-১৪ ও ইরাটম-২৪

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের বীজ বপনের সময় (বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায়) : চৈত্রের ২য় সপ্তাহ - বৈশাখের ১ম সপ্তাহ (মার্চের ৪র্থ সপ্তাহ - এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ)
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ - ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : চৈত্রের ২য় সপ্তাহ - বৈশাখের ১ম সপ্তাহ (মার্চের ৪র্থ সপ্তাহ - এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে মে মাসের ১ম সপ্তাহ
- চারার বয়স : ২০-২৫ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি x ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- বোনা আউশের ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া ১১-১৭ কেজি, টিএসপি ৪-৬.৫ কেজি, এমওপি ৫-১১ কেজি জিপসাম ২.৭-৪.৬ কেজি এবং রোপা আউশের ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া ১৩-২৫ কেজি টিএসপি ৬-১০ কেজি, এমওপি ৬-১৪ কেজি, জিপসাম ৫-৭ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময়, ২য় কিস্তি বপনের ২০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি বপনের ৪০ দিন পর বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই প্রয়োগ করতে হবে। রোপা আউশের ক্ষেত্রে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময়, ২য় কিস্তি বপনের ১৫ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচথোর আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- বোনা আউশের ক্ষেত্রে ধানের বীজ বপন থেকে শুরু করে ৪৫ দিন ও রোপা আউশের ক্ষেত্রে ৩৫ দিন পর্যন্ত জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলাপোড়া রোগের ক্ষেত্রে এমওপি সার সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে, এক ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সারে সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে পরে আবার পানি দিতে হবে। জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। রোগের উপসর্গ দেখা দিলে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক রোগ নিয়ন্ত্রণে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮৫ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ৩৫,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

বরিশাল অঞ্চল

(বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

রংপুর অঞ্চল

(রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

যশোর অঞ্চল

(যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

দিনাজপুর অঞ্চল

(দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবংইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

ফরিদপুর অঞ্চল

(ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

চট্টগ্রাম অঞ্চল

(চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৬৫ , ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

খুলনা অঞ্চল

(খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫ , ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

রাজশাহী অঞ্চল

(রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫ , ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি ী ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক)৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

রাঙ্গামাটি অঞ্চল

(রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৮২

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি ী ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯

আউশ আবাদ ২০১৯

বগুড়া অঞ্চল

(বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা)

জাত

- বোনা আউশ : ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫ , ব্রি ধান৮৩
- রোপা আউশ : বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২

বীজ বপন ও বীজ হার

- বোনা আউশের মূল জমিতে বীজ বপনের সময় : ১১ চৈত্র-৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ-২০ এপ্রিল)।
- ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ- ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা ।
- রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় : ১৫ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ-২০ এপ্রিল)।

রোপণ

- চারা রোপণের সময় : ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
- চারার বয়স : ১৫-২০ দিন ।
- প্রতি গোছায় ২টি করে ৮ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া- ১৮ কেজি, টিএসপি- ৭ কেজি, এমওপি- ১০ কেজি, জিপসাম- ৫ কেজি, দস্তা (জিংক সালফেট)- ৭০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
- ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে।
- বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মতো চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- আউশ মৌসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ, টুংরো এবং বাঁকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক)৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- আউশের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো– মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং।
- পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের কাটা ও মাড়াই

- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে।
- বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমতো ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নিচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা যেকোনো মোবাইল থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।

প্রচারে : কৃষি তথ্য সার্ভিস www.ais.gov.bd কৃষি মন্ত্রণালয় www.moa.gov.bd

মুদ্রণে : কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ১০,০০০ কপি/২০১৯